জামাতের প্রেম

অরাজনৈতিক ইসলামই হল সত্যিকারের শান্তি-সাম্যের ইসলাম, বিশ্বজোড়া আমরা অরাজনৈতিক মুসলমানেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সংখ্যালঘু এই রাজনৈতিক মুসলমানের হিংস্র কান্ডকারখানার জন্য সংখ্যাগুরু শান্তিপ্রিয় অরাজনৈতিক মুসলমানের ওপর আস্থা হারাবেন না। আমাদের এখন এক সাংঘাতিক সাংস্কৃতিক যুদ্ধ চলছে। এদিকে রাজনৈতিক ইসলাম, ওদিকে পশ্চিমা কিছু কালনাগ, এই দুই দানবের সাথে একসাথে লড়তে হচ্ছে আমাদের।

ইউরোপ-অ্যামেরিকা-অস্ট্রেলিয়াতে অবশ্য অন্যরকম, কিন্তু আমাদের দেশে প্রেম আর প্রেমপত্র দু'টোই খুব একটু মাধুর্য্যময় গোপন ব্যাপার। প্রকাশ হয়ে গেলে ওগুলোর সেই মাধুর্য্যটা আর থাকে না। আর, অন্যের প্রেমপত্র নাকি পড়তেও নেই। কিন্তু সম্প্রতি একটা প্রেমপত্র লেখা-ই হয়েছে দুনিয়ার সবার পড়বার জন্য। জামাতের লেখা বাংলাদেশের অমুসলিমদের প্রতি, লিখেছেন গো-আজম। জীবনে বহুত প্রেমপত্র পড়েছি, কিন্তু এমন সঘন মাল কখনও পড়িনি। পত্র থেকে প্রেম যেন একেবারে মধুর মত চুঁইয়ে পড়ছে, ভেসে আসছে রবীন্দ্র সঙ্গীত, - "এসো, এসো আমার ঘরে এসো, আ-মা-র ঘ-রে......" - জামাতের সদস্য হবার জন্য। অর্থাৎ বে-ইসলামীরাও এখন এই পিছলামী দলটার সদস্য হতে পারেন, দরজা হাট করে খুলে জামাত একেবারে স্বাগতমের লাল কার্পেট পেতে অপেক্ষা করছে। এবং অমুসলিমরা জামাতের সদস্য হবার পরেও তার নাম কিন্তু জামায়াতে ইসলামি-ই থাকবে, জামায়াতে বেইসলামি হবে না।

বে-ইসলামীরা যে শুধু জামাতের সদস্য হতে পারেন তাই নয়, সদস্য হওয়াটা-ই তাঁদের জান-মাল বাঁচানোর জন্য জন্য ফরজ। কেন ফরজ? কেননা গণতান্ত্রিক সরকারের শাসনে অমুসলিমদের চিরকাল খুবই দুর্গতি। বহু দশক ধরে ডাল-ভাতের বদলে মার খেয়ে খেয়ে আর ভয়ের চোটে অমুসলিমরা শুকিয়ে একেবারে দড়ি দড়ি হয়ে গেছে। সারা দেশ এখন মাস্তানের কবলে, খুনী-ধর্ষকের আর সীমা-সংখ্যা নেই। কোন রকম শাস্তি হয় না বলে ওদের কোন ভয়-ভীতিও নেই। সহজ শিকার বলে তাদের হামলাটা বে-ইসলামীদের ওপরেই বেশী, তাদের বাড়ী-জমি, তাদের মেয়েদের আব্রু রক্ষার কেউ নেই। গো-আজম বলেন, জামাত-ই হল বাংলাদেশের অমুসলিমদের জন্য জান-মাল-ধর্ম-অধিকার-সাম্য-সম্মান রক্ষার একমাত্র রক্ষাকবচ। অর্থাৎ অমুসলিমরা হল ঠিক যেন বম্বে সিনেমায় গুন্ডার হাতে পড়া সুন্দরী আসহায় হেমা মালিনী আর জামাত হল তার রক্ষক প্রচন্ড অমিতাভ বচ্চন।

আবার সেই চিরকালের পুরোন মাঝরাতে তারাভরা উন্মুক্ত আকাশের নীচে চোদ্দশ' বছরের জমানো নিকষ অন্ধকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী অগ্নিকণায় নিরন্তর জ্বলে যায় ধুমায়িত সিগ্রেট। উদয়-অস্তাচলে, দিকচক্রবালে ফুটে ওঠে প্রশ্ন - দাঁড়ি-টুপি-আলখাল্লায় দু'টো মিষ্টি কথা আর মুখস্থ করা কলমায় সাধারণ মানুষ আর কত প্রতারিত হবে, আর কত জবাই হবে আল্লা-রসুলের নামে? ওই যে জামাতের গুরুজী মৌদুদী কথা বলছেন তাঁর "হিউম্যান রাইটস্ ইন ইসলাম" বইয়ের ১৩ পৃষ্ঠায়ঃ- "কেহই এই আইনকে পরিবর্তন পরিবর্ধন কিংবা ইহার পরিপন্থী আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে না"। একই কথা আছে তাঁর "ইসলামিক ল' অ্যান্ড কনস্টিটিউশন" বইয়ের ১৪০ পৃষ্ঠাতেও। ওই যে মওলানা আবদুর রহমান ডোই লিখছেন তাঁর "শারিয়া দি ইসলামিক ল" বইয়ের ৪৬৬ পৃষ্ঠায়, " অতএব, ইসলামিক আইনের বিধানগুলিকে অন্যান্য আইনের মত কেহই পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করিতে পারিবে না"। একই কথা আছে তাঁর "১৫০০ হিজরিতে শারিয়া, সমস্যা ও সম্ভাবনা" বইয়ের ৪৪ পৃষ্ঠাতেও। ওগুলো তো মুখমিষ্টি কথা নয়, ওগুলো যে অমুসলিমদের ব্যাপারে শারিয়া আদালতের জলজ্যান্ত আইন! দেশে দেশে শারিয়া আদালতে প্রয়োগ হচ্ছে ওগুলো। জামাতের বাপের সাধ্য আছে ওগুলো পরিবর্তন করার? অধিকার আছে?

নিশীথ আকাশের প্রেক্ষাপটে একের পর এক ভেসে উঠল অমুসলিমদের প্রতি জামাতের সে আইনগুলো। ব্যক্তিগত মতামত নয়, ওই যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় হুদুদ আইন, ১৯৭৯ এর ৭, ১৯৮০ -এর ২০ দ্বারা সংশোধিত। আইন নম্বর ২১:- "এই আইনের অধীনে কোর্টে কোন মামলা চলিলে বা কোন আপীলের শুনানি হইলে তাহার জজকে হইতে হইবে মুসলমান। তবে অভিযুক্ত যদি হয় অমুসলিম, তবে জজ অমুসলিম হইতে পারে"। একই আইনের নম্বর ৮ - এ

এবং বি- "অবৈধ সংসর্গের প্রমাণ হইবে অপরাধীর স্বীকারোক্তি বা চারিজন সাবালক মুসলমানের চাক্ষুষ সাক্ষ্য" - অর্থাৎ এ ব্যাপারে অমুসলমানের চোখে সামনে ঘটনা ঘটলেও তাদের সাক্ষ্য শারয়ার আদালতে গ্রহনযোগ্য হবে না।

"পেনাল ল' অফ ইসলাম", পৃষ্ঠা ১৪৯ আর পৃষ্ঠা ৪৭:- "ধর্মের পার্থক্যকেও হিসাবে ধরিতে হইবে, কোন অবিশ্বাসীকে হত্যা করিবার জন্য কোন মুসলমানের প্রাণদন্ড হইবে না.......... কোন অবিশ্বাসী যাহাকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার জন্য শাস্তি দেওয়া হইয়াছে (এবং তার সাক্ষ্য ভবিষ্যতে আর নেয়া হবে না) সে যদি পরে মুসলমান হইয়া যায় তবে তাহার সাক্ষ্য গ্রহনযোগ্য"।

ওই যে অ্যামেরিকার বিশ্ববিখ্যাত ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল, ২০০২ সালের ৯ই এপ্রিল। কেউ কাউকে খুন করলে সেই খুনী মাফ পাবার "দিয়াত", অর্থাৎ রক্ত-মূল্যঃ-

মুসলমান পুরুষের জন্য ১০০,০০০ রিয়াল, মুসলমান নারীর জন্য ৫০,০০০ রিয়াল।
খ্রীষ্টান পুরুষের জন্য ৫০,০০০ রিয়াল, খ্রীষ্টান নারীর জন্য ২৫,০০০ রিয়াল।
হিন্দু পুরুষের জন্য ৬৬৬৬ রিয়াল, হিন্দু নারীর জন্য ৩৩৩৩ রিয়াল।

রাজনৈতিক ইসলামের এই অশ্বডিম্ব, এই তোগলকি "সাম্য"-এর কথা শারিয়ার বইতেও আছে। নোয়াখালীর শয়তান খুনী নেতা জয়নাল হাজারী যদি কাউকে দিন-দুপুরে খুন করে তার পরিবারকে কষে এক থাপ্পড় দিয়ে বলে, "এই হারামজাদা! এই নে শারিয়ায় লেখা খুনের টাকা। মাপ কর এক্ষুনি, মাপ কর শালা শুয়োরের বাচ্চা! নাহলে এই দিলাম গুলী তোর পেটের ভেতর, দিলাম আগুন তোর বাড়ীতে"! তাহলে তাকে কে ঠেকাবে? বাপ্ বাপ্ করে টাকা নিয়ে তাকে "মাপ" করতে বাধ্য হবে গরীব অসহায় মানুষ। রাষ্ট্রের ক্ষমতা হবে না হাজারীর লোম স্পর্শ করার, রাজনৈতিক ইসলামের শারিয়া তাকে রক্ষা করতে চীনের প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। কি করে হল, কে করল শারিয়ার নামে ইসলামের এই সর্বনাশ? এই আইন নিয়ে পৃথিবীর মানবতার সামনে মুখ দেখাব আমরা? কতদিন এই বিষ পৃথিবীর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা যাবে?

পৃথিবীর যে কোন শারিয়া-দেশের অমুসলমানেরা কেমন আছেন? না, ভাল নেই উনারা। মানবাধিকার নেই উনাদের। উনারা আছেন তেমন, হুবহু যেমন বলে গেছেন জামাতের গুরু মওলানা মৌদুদী তাঁর বইগুলোতে। কিছু উদাহরণ দেয়া হল।

"জিহাদ ইন ইসলাম"- পৃষ্ঠা ২৭ থেকে, ঃ- "ইসলামিক উম্মাহ রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করিবার পর ......রাষ্ট্র পরিচালনায় অমুসলিমদের অধিকার অস্বীকার করিবে..... অমুসলিম নারীদিগকে পোষাকের ব্যাপারে শারিয়ায় বর্ণিত সর্বনিম্ন ভব্যতা মানিয়া চলিতে বাধ্য করিবে.....সিনেমার উপরে বিধিনিষেধ লাগাইবে .....অমুসলিমদের এমন কোন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড করিতে দিবে না যাহা ইসলামের দৃষ্টিতে ক্ষতিকর"।

"ইসলামিক ল' অ্যান্ড কনস্টিটিউশন" - পৃষ্ঠা ১৪৬, ২৮৮ ও ২৯১ থেকেঃ -"যাহারা ইহার (জামাতি-ইসলামের) পথনির্দেশ ও পরিকল্পনা মানে না তাহাদিগকে রাষ্ট্রের মৌলিক নীতিমালা প্রণয়নের ব্যাপারে কোন অধিকার দেওয়া হইবে না ...... পরিপুর্ণ মুসলমানের এলাকায় অমুসলমানেরা অতীতে নির্মিত আরাধনার স্থানগুলি পুনর্নির্মাণ বা মেরামত করিতে পারিবে কিন্তু তাহাদিগকে নুতন কোন আরাধনা-গৃহ নির্মান করিতে দেওয়া হইবে না ...... জিম্মিদিগকে (অমুসলিম) দেশরক্ষার দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হইয়াছে ...... যুদ্ধে যাইবার মত সমর্থ অমুসলিমের নিকট হইতে কর নেওয়া হইবে"।

এ- হঃ, আস্পর্ধা দেখ! কোথাকার লাটসাহেব উঠে এসেছেন, একেবারে খাঞ্জা খাঁর নাতি! এ করতে দেব না, ও করতে দেব না, দুনিয়ার অমুসলিমদের মাথা কিনে নিয়েছেন যেন। কেন হে? দেশের সন্তান নয় ওরা, দেশপ্রেম নেই ওদের? মাতৃভূমির উন্নতিতে ভুমিকা রাখতে চায়না ওরা, মাতৃভূমি রক্ষায় প্রাণ দেবার অধিকার নেই ওদের? আমাদের হাজী মহসীন আছেন তো ওদের দাতা কর্ণ নেই? আমাদের ন্যায়পরায়ন হারুনুর রশিদ আছেন তো ওদের ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির নেই? আমাদের গ্রানাডা-বাগদাদের সভ্যতা আছে তো ওদের অজন্তা-ইলোরা, মহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পা, মহাস্থান গড়-ময়নামতি নেই? আমাদের তানসেন-আলাউদ্দীন আছেন তো ওদের ওংকারনাথ ঠাকুর-ভীমসেন যোশী নেই?

আমাদের নজরুল আছেন তো ওদের তারাশংকর-মাণিক বন্দোপাধ্যায় নেই? আর খুনীর দল? ওদের লক্ষ্মন সেন আছে তো আমাদের হাজ্জাজ বিন ইউসুফও আছে। ওদের নরেন্দ্র মোদী আছে তো আমাদের গোলাম আজম-মত্যানিজামীর দলও আছে। বিশ্বের সমস্ত অমুসলিমদের নিয়ে এমন অপমানকর ধেড়ে নৃত্যের অধিকার কোন ইসলাম ওদের দেয়?

হ্যাঁ, শুধু রাজনৈতিক ইসলাম দেয়। মুসলমানের ইতিহাসে মুসলমানের ওপর এতবড় অভিশাপ কোনদিন নেমে আসেনি আর। না জানি কত বছর লাগবে আমাদের এই অভিশপ্ত অচলায়তনের ভিত্তি গুঁড়িয়ে এ কারাগার থেকে বেরিয়া আসতে। মতের অমিলের জন্য হত্যা আর কিছু যে বোঝে না, নররক্তে রঞ্জিত ঐ ইসলামকে আমরা ইসলাম বলে মনে করি না, ঘৃণা করি আমরা মানবতার ওই দুশমনকে। পদে পদে প্রমাণ আছে তার। দেখুন নীচে, অপসংস্কৃতির সীমা না টেনে শিল্প-সাহিত্যে মানবতার মাধুর্য্যময় ললিত-প্রকাশের কি রকম কসাইয়ের মত মুন্ডুপাত করা হয়েছে ঃ-

“এ শর্ট হিস্ট্রি অফ দি রিভাইভ্যালিষ্ট মুভমেন্ট ইন ইসলাম”- ৩০ থেকেঃ- “যাহাদের প্রতি নৃত্য, সংগীত এবং চিত্রকলার মত অশ্লীল শিল্প নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল, তাহারা এইগুলিকে পৃষ্ঠপোষন করিয়াছে” - (মৌদুদি এখানে সেই ইসলামী রাজাদের তীব্র নিন্দা করেছেন যাঁরা এসব শিল্প ও চারু-কারুকলাকে পৃষ্ঠপোষন করেছিলেন)। অমুসলিমদের প্রতি জামাতের বিষাক্ত দৃষ্টিভঙ্গী পরিষ্কার ফুটে উঠেছে এই বইয়ের ৬৫ পৃষ্ঠার ফুটনোটে এই দুঃখে, -“হালাকু খান যখন মওলানাদের জিজ্ঞাসা করিল, ন্যায়বিচারী অমুসলিম রাজা আর অন্যায়কারী মুসলিম রাজার মধ্যে কে বেশী গ্রহনযোগ্য, তখন তাহারা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রথমটিকে সমর্থন করিল। এই ঘটনা হইতেই ঐ সময়ের ধর্মীয় নেতৃত্বের অবস্থা (অর্থাৎ ইসলামী মওলানাদের “অধঃপতন”) বোঝা যায়”।

কি মারাত্মক কথা! ন্যায়নিষ্ঠ অমুসলিম শাসক অত্যাচারী মুসলিম শাসকের চেয়ে খারাপ! এই কি ইনসাফের ইসলাম, অমুসলিমের জান-মাল-সম্মান-যোগ্যতার রক্ষক ইসলাম? প্রশ্নই ওঠেনা। এই হল সেই প্রতারক প্রেমিক, এই হল তার মুখোস। মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ভালিয়ে একবার কব্জার মধ্যে আনতে পারলেই দরজায় খিল তুলে বন্ধুবান্ধব নিয়ে ক্রমাগত ধর্ষণের উল্লাসে তাকে খুবলে খুবলে খাবে আর তারপর পাকিস্তানের বেশ্যাবাড়িতে নিয়ে বিক্রী করে দেবে। সেটাও হবে ইসলামের নামেই, নবীজীর নামেই, আল্ কোরাণের কলমা পড়তে পড়তে।

বাংলাদেশের অমুসলিম! অরাজনৈতিক ইসলামই হল সত্যিকারের শান্তি-সাম্যের ইসলাম, বিশ্বজোড়া তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সংখ্যালঘু এই রাজনৈতিক হিংস্র কান্ডকারখানার জন্য সংখ্যাগুরু অরাজনৈতিক মুসলমানের ওপর আস্থা হারাবেন না। আমাদের এখন এক সাংঘাতিক সাংস্কৃতিক যুদ্ধ চলছে। এদিকে রাজনৈতিক ইসলামের কালনাগ, ওদিকে অ্যামেরিকা-বৃটেনের কালনাগ, এই দুই দানবের সাথে একসাথে লড়তে হচ্ছে আমাদের। জামাতের প্রেমপত্রে ভুলে আপনাদের স্বজনের রক্তের সাথে, মা-বোনের ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত শাড়ির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। রাজনৈতিক ইসলামের এই কালনাগ বহুবার আপনাদের মন্দির ভেঙ্গেছে, গণহত্যা-ধর্ষণ করেছে আপনাদের ওপর নির্বিচারে। আজ সে ভোল পালটিয়ে আবার এসেছে আপনাদের কাছে প্রেমপত্র নিয়ে, সমর্থনের জন্য। ভুলিয়ে হোক বা ভয় দেখিয়ে হোক আপনাদের নেতাদের মধ্যে সে কিছু বিশ্বাসঘাতক সৃষ্টি করবে। আপনাদের উৎসবে তাকে প্রধান অতিথি বানিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বক্তৃতা দেওয়াবে। সেটাই হবে আপনাদের নেতাদের পরীক্ষার সময়। মনে রাখবেন, যারা ইসলামেরই অন্য শাখার লোকদের খুন করে, মতভেদের জন্য ইসলামী চিন্তাবিদ-দার্শনিকদের খুন করে, নিজেদেরই মা-বোনদের যারা শারিয়ার আইন দিয়ে পঙ্গু করে রাখে, তাদের কাছ থেকে অমুসলিম হিসেবে আপনারা সর্বনাশ ছাড়া আর কিছুই পাবেন না। মনে রাখবেন, আপনারাই তার স্বপ্নের শারিয়া-রাষ্ট্রের পথে সবচেয়ে বড় কাঁটা, মুখে যা-ই বলুক আপনারা ওদের চোখে “ঘৃন্য কাফের” ছাড়া আর কিছুই নন, আপনাদের দখলে আনতে বা এ দেশ থেকে তাড়াতে সে বদ্ধপরিকর। আমার কাজ আমি করলাম, এখন বাকীটা আপনাদের। নিজের জান বাঁচানোটা গাধাও বোঝে। জামাতের চোখে আপনারা কি বস্তু, তার শত শত উদাহরণের একটা দিয়ে শেষ করছি।

“ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-কে বলা হলো যে, এখানে একজন হস্তলিপিতে সুদক্ষ অমুসলিম বালক রয়েছে। আপনি তাকে ব্যক্তিগত মুনশী হিসাবে গ্রহন করে নিলে ভালই হবে। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) উত্তরে বলেন,“এরূপ করলে মুসলমানদের ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বীকে বিশ্বস্তরূপে গ্রহন করা হবে, যা কোরআনের নির্দেশের পরিপন্থী”- পৃষ্ঠা ১৯৮, বাংলা কোরাণ-মুহিউদ্দীন খান।